তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৩৬

কোপেনহেগেনে বাংলাদেশ দূতাবাসে বিজনেস সেমিনার অনুষ্ঠিত

**বাণিজ্য-বিনিয়োগে ডেনমার্কের সাথে নতুন অংশীদারিত্বের আশাবাদ**

কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ৩ ডিসেম্বর :

 বাংলাদেশ ডেনমার্কের সাথে বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে আগ্রহী। কোপেনহেগেনে বাংলাদেশ দূতাবাসে আয়োজিত একটি বিজনেস নেটওয়ার্কিং সেমিনারে ডেনমার্কে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এম. আল্লামা সিদ্দীকী এ মন্তব্য করেন। দূতাবাস এবং ডেনিশ ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের মধ্যে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বাণিজ্য-বিনিয়োগে নতুন সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

 করোনা পরিস্থিতি সত্ত্বেও দূতাবাসে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সবুজ প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ডেইরি, খাদ্য নিরাপত্তা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, টেকসই নগরায়ন খাত এবং ডেনিশ চেম্বারসহ বিভিন্ন চেম্বারের সিইও এবং প্রতিনিধিগণ অংশ নেন। এই সেমিনারে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সম্ভাবনার উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অব্যাহত ধারা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি উচ্চ প্রবৃদ্ধি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অভ্যন্তরীণ বাজারের ক্রম সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে গঠনমূলক ভূমিকা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ আয়ের সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে দেখতে বদ্ধ-পরিকর। বাংলাদেশে বাণিজ্য-বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে ডেনিশ বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণের সাথে রাষ্ট্রদূতের স্বতঃস্ফুর্ত আলোচনা ও প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

 উল্লেখ্য, বিগত বছরগুলোতে ডেনমার্কের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আশাব্যঞ্জক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ডেনমার্কে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ডেনমার্ক থেকে আমদানির পরিমাণ ছিলো ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ডেনমার্ক ও বাংলাদেশের মধ্যে বিশেষ করে সবুজ প্রযুক্তি, ডেইরি, স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য প্রযুক্তি, খাদ্য প্রযুক্তি ও ঔষধশিল্পে বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।

#

মেহেবুব/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

Handout Number : 4635

**Embassy hands over cheque for repatriation**

**of mortal remains of an expat**

Lisbon (Portugal), December 3:

Bangladesh Ambassador to Portugal Tarik Ahsan handed over a cheque of Euro 3,100 to community leaders at Bangladesh Embassy in Lisbon on 2 December 2020 for repatriation of mortal remains of a Bangladeshi expatriate.

A Bangladesh expatriate, named M A Khaleque, had died in Lisbon on 1 November 2020. The son of the deceased and the leaders of Bangladesh community in Portugal applied to the Embassy for assistance in repatriation of the dead body to Bangladesh. Apart from providing help in official processing of the repatriation, the Embassy approached the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh for financial grant for defraying the cost of repatriation of the dead body. The Ministry of Foreign Affairs sanctioned the full amount of Euro 3,100 for repatriation of the dead body.

The community leaders received the cheque with great happiness and extended their deep appreciation to the Ministry of Foreign Affairs and the Embassy of Bangladesh for this noble, welfare job. They also extended their profound thanks to Prime Minister Sheikh Hasina for the expatriate-friendly policies of her government.

#

Razi/Sahela/Mosharaf/Salim/2020/2145 Hrs



তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৩৪

**মোঃ আবুল কালাম আজাদ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন**

**ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী নিযুক্ত**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের কর্মকর্তা রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের উপ-প্রেস সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদকে প্রেষণে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী (চলতি দায়িত্বে) হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

 তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে আজ এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

রাজ্জাক/ফারহানা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৩৩

**রাষ্ট্রপতির নিকট বাংলাদেশে নবনিযুক্ত মালয়েশিয়া ও**

**শ্রীলংকার হাইকমিশনার এবং মিশরের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ**

বঙ্গভবন (ঢাকা), ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের নিকট আজ বিকেলে বঙ্গভবনে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার Haznah Binti Md. Hasim, শ্রীলংকার হাইকমিশনার Sudharshan Deepal Suresh Seneviratne এবং মিশরের রাষ্ট্রদূত Haytham Ghobashy পরিচয়পত্র পেশ করেন।

 নতুন দূতগণ বঙ্গভবনে এসে পৌঁছলে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস দল তাদের গার্ড অভ্‌ অনার প্রদান করে।

 নতুন দূতদের স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা এবং মিশরের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নকে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার দেয়। রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন নতুন দূতগণ দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের সাথে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন।

 রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে কূটনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক, ঔষধ, সিরামিকস, পাট ও পাটজাত পণ্যসহ বিশ্বমানের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ থেকে এসব পণ্যের আমদানি বাড়ানো এবং বাংলাদেশের জ্বালানি, যোগাযোগ ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও মিশরের প্রতি আহ্বান জানান।

 করোনার কারণে বিশ্ব চরমভাবে বিপর্যস্ত উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্বের সকল দেশ যাতে একই সময়ে করোনার ভ্যাকসিন পায় সে ব্যাপারে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল দেশকে উদ্যোগ নিতে হবে। এসময় করোনা মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিতে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি।

 সাক্ষাৎকালে মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা এবং মিশরের নতুন দূতগণ বলেন, তারা বাংলাদেশের সাথে স্ব স্ব দেশের বিদ্যমান সম্পর্ক জোরদারে সার্বিক প্রয়াস অব্যাহত রাখবেন। তারা দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। তারা করোনা মোকাবিলা এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমেরও প্রশংসা করেন।

 রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম শামীম উজ জামান, প্রেস সচিব জয়নাল আবেদীন এবং সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/ফারহানা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৩২

**টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

 **মূলবার্তা :**

 শুরু হয়েছে ১০০ দিনব্যাপী দেশের সর্ববৃহৎ অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’। ১০০ দিনে রয়েছে ১০,০০০ আকর্ষণীয় পুরস্কার (ল্যাপটপ, স্মার্টফোন ও মোবাইল ডাটা)। কুইজে অংশ নিতে [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) এ ভিজিট করুন। আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি।

#

মোহসিন/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৩১

**সরকারের বাস্তবসম্মত কৌশলে করোনার দ্বিতীয় ঢেউও মোকাবিলা করা সম্ভব**

 **-- পরিকল্পনা মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, সরকারের বাস্তবসম্মত কৌশলের কারণে করোনার প্রথম ঢেউ মোকাবিলায় সফলকাম হয়েছি, দ্বিতীয় ঢেউও আমরা সফলভাবে মোকাবিলা করতে পারবো।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অর্থ বিভাগ আয়োজিত কোভিড-১৯ মোকাবিলা এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ সরকারের নেয়া প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ‘কর্মসৃজন ও গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবন’ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন ।

 সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির এবং কী-নোট পেপার উপস্থাপন করেন অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন প্রকাশ, এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট শেখ ফজলে ফাহিম, এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মোঃ মাসুদুর রহমান এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

#

শাহেদ/ফারহানা/খালিদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৩০

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা**

**আজকের কুইজের প্রশ্ন ও গতকালের কুইজের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত ১০০ দিনব্যাপী দেশের সর্ববৃহৎ অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার আজকের কুইজ : শেখ মুজিবুর রহমান তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। তিনি খেলাধুলা করতেন, গান করতেন এবং ভালো ব্রতচারী করতেন। হঠাৎ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। বাবা শেখ লুৎফর রহমানের সঙ্গে কলকাতায় যান চিকিৎসা করাতে। কলকাতার বড় বড় ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য, এ কে রায় চৌধুরীসহ আরও অনেককেই দেখান এবং চিকিৎসা চলতে থাকে। এভাবে প্রায় দুই বছর চিকিৎসা চলে।

প্রশ্ন: কত সালে শেখ মুজিব বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন?

 ১৯৩৪ সালে, ১৯৪৩ সালে, ১৯৩২ সালে ও ১৯৩৫ সালে

 গতকালের কুইজে অংশগ্রহণ করেছেন ৬৫ হাজার ৮৯৩ জন প্রতিযোগী এবং তাদের মধ্যে স্মার্টফোন বিজয়ী সৌভাগ্যবান ৫ জন হলেন: নয়ন দাস, মোঃ কামরুজ্জামান, আবদুল আওয়াল, বিলে রায় এবং নাসিফ আহমেদ। স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট https://mujib100.gov.bd অথবা https://quiz.priyo.com থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬২৯

**সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যেই অনুমতি ছাড়া সমাবেশ করতে চায় বিএনপি**

**ভাস্কর্যবিরোধী বক্তব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উদ্দেশ্যেই বিএনপি অনুমতি ছাড়া সমাবেশ করতে চায় । আর ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে যারা বক্তব্য দিচ্ছেন, তাদের কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে।’

 আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের জন্য করোনা প্রতিরোধ সামগ্রী হিসেবে মাস্ক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

 ‘বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন আমরা অনুমতি না পাওয়ার কারণে বহু সমাবেশ করতে পারিনি, সেজন্য আমাদেরকে রাস্তায় প্রতিবাদ করতে হয়েছে’ বলেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আগে থেকেই বলবৎ যে নিয়মে সভা-সমাবেশের জন্য অনুমতি নেবার কথা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ যখন আবার মনে করিয়ে দিল, তখন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব এ নিয়ে কথা বলছেন। আসলে তারা বিনা অনুমতিতে গত কিছুদিন ধরে হঠাৎ করে সমাবেশ আয়োজন করছিল। আর আমরা দেখেছি, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে হঠাৎ চোরাগোপ্তা মিছিল বের করে গাড়ি ভাংচুর করা। অনুমতি নিয়ে তো সেটা করতে একটু অসুবিধা হয়।’

 ‘২১ আগস্ট সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশ করার জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যখন মুক্তাঙ্গনের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, মুক্তাঙ্গনে অনুমতি দেয়া হয় নাই, কারণ মুক্তাঙ্গনের আশেপাশে বিল্ডিং নাই, বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে বোমা মারার বা গ্রেনেড ছোঁড়ার সুযোগ ছিল না’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘মুক্তাঙ্গনে না দিয়ে অনুমতি দেয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়েতে, কারণ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের চারপাশের ভবন থেকে গ্রেনেড ছোঁড়ার সুবিধা ছিল।’

 দেশে ভাস্কর্য নিয়ে অহেতুক একটি বিতর্ক সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘উপমহাদেশে ইংরেজরা আসার পর কেউ কেউ ইংরেজি শিক্ষা হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছিল, টেলিভিশন চালু হলে তা দেখা হারাম এবং হজে যাওয়ার জন্য ছবি তোলাও হারাম বলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ফতোয়া দেয়া হলো যে, যারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তারা সবাই কাফের। সেই ধারাবাহিকতাতেই তাদেরই প্রেতাত্মারাই কিন্তু আজকে ভাস্কর্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।’

 সমগ্র বিশ্বের উদাহরণ দিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ইসলামী দেশগুলোসহ সারাবিশ্বে এমনকি সৌদি আরবেও মানুষের অবয়বসহ নানা ভাস্কর্য রয়েছে। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে যেখানে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে আয়াতুল্লাহ খোমেনীরও ভাস্কর্য আছে।

 চলমান পাতা-২

 পাতা-২

 হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বাংলাদেশেও অনেক আগে থেকে বহু নেতা, কবি, সাহিত্যিকের ভাস্কর্য আছে। তখন কেউ কিছু বলেন নাই। হঠাৎ করে এই প্রশ্ন আনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত কারণ যারা এই প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করছেন তাদের কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে। তারা বিভিন্ন দলের নেতা, তাদের দলগুলো আবার নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত। সুতরাং তারা যখন বক্তব্য দেয়, তখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই বক্তব্য দেয়।’

 ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম, এর অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানিয়ে ড. হাছান বলেন, ‘যারা এতোদিন ধরে স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে লালন করেছে, পোষণ করেছে, স্বাধীনতা বিরোধীদের দিয়ে রাজনীতি করে, তারাই এটার পেছনে ইন্ধন দিচ্ছে। সুতরাং আমাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।’

 সর্বসাধারণের মাঝে বিতরণের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের ত্রাণ কমিটিকে ৫০ হাজার মাস্ক দেবার জন্য অস্ট্রেলিয়া আওয়ামী লীগ ও সিডনী আওয়ামী লীগকে ধন্যবাদ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রায় ৬শত কর্মী-সমর্থক, মন্ত্রিসভার সদস্য, পার্লামেন্ট সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটির অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে তারা সবাই মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, বহুজন আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মানুষের পাশে আছে এবং থাকবে। কারণ রাজনীতি হচ্ছে একটি ব্রত। রাজনীতি মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের সেবার জন্য, বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

 আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির সম্পাদক সুজিত রায় নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মাস্ক প্রদানকারী দু’টি সংগঠন অস্ট্রেলিয়া আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাউসুল আজম শাহজাদা এবং সিডনী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আজাদকে সাথে নিয়ে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ ও ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল মজিদের হাতে মাস্ক তুলে দেন তথ্যমন্ত্রী।

#

আকরাম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬২৮

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ হাজার ৮০৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৩১৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ৭১ হাজার ৭৩৯ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৫জন-সহ এ পর্যন্ত ৬ হাজার ৭৪৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৩৭৯ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬২৭

**বিজয় দিবস উপলক্ষে গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে**

**পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ব্যবহার বিষয়ক নির্দেশনা**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকার গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে যে কোনো ধরনের তোরণ (ত্রিমাত্রিক অথবা বক্স আকারে তোরণ তৈরি করা যাবে না), ব্যানার ফেস্টুন এবং পোস্টার লাগানো সীমিত রাখতে হবে।

 এক্ষেত্রে সীমিত পর্যায়ে পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করা যেতে পারে।

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

দেবাশীষ/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬২৬

**১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকায় সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য আগামী ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকার অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।

 ১৬ ডিসেম্বর প্রত্যূষে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ স্মৃতিসৌধ ত্যাগ না করা পর্যন্ত জাতীয় স্মৃতিসৌধে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

#

দেবাশীষ/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৭৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬২৫

**পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেল ড্রেজিং**

**সাড়ে ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারবে**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ড্রেজিং প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সাড়ে ১০ মিটার ড্রাফট বিশিষ্ট বাণিজ্যিক জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারবে। বছরে ২০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা বন্দরের নিজস্ব জেটিতে স্থানান্তর এবং ৩ হাজার টিইইউ’স এর (বিশ ফুট দৈর্ঘ্যরে) কন্টেইনারবাহী জাহাজ ও ৪০ হাজার টনের পণ্যবাহী বাল্ক কার্গো ক্যারিয়ার জাহাজ সরাসরি বন্দরে আগমন করতে সক্ষম হবে। বিনিয়োগকারীগণ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শিল্প কারখানা স্থাপনে আগ্রহী হবেন।

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের মূল ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প সংক্রান্ত বৈঠকে এসব তথ্য জানানো হয়।

 এ সময় অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর হুমায়ুন কল্লোল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, রাবনাবাদ চ্যানেলের দৈর্ঘ্য ৭৫ কিলোমিটার, প্রস্থ ১০০-১২৫ মিটার। পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে বেলজিয়ামভিত্তিক ড্রেজিং কোম্পানি জান ডি নুল (ঔঅঘ উঊ ঘটখ) এর মধ্যে ১৪ জানুয়ারি ২০১৯ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

#

 জাহাঙ্গীর/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬২৪

হাইজেনিয়ার হালাল মাস্ক বাণিজ্যমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 বাংলাদেশের শিল্প উদ্যোক্তা ওয়াহেদুর রহমানের উদ্যোগে মালয়েশিয়ায় তৈরি হচ্ছে হাইজেনিয়ার হালাল মাস্ক। এর নমুনা কপি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

 কোম্পানির পক্ষে মাঈনুদ্দিন খোকন আজ ঢাকায় বাণিজ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের অফিস কক্ষে মন্ত্রীর কাছে এ মাস্ক এর নমুনা হস্তান্তর করেন।

 হাইজেনিয়ার হালাল মাস্ক বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় ২২টি দেশে বাজারজাত করা হচ্ছে। এটি মালয়েশিয়া সরকারের অনুমোদিত এবং আইএসও সনদ প্রাপ্ত হালাল মাস্ক। বাংলাদেশের কাঁচামাল ব্যবহার করা হচ্ছে হাইজেনিয়া হালাল মাস্ক তৈরিতে।

#

 বকসী/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৬২৩

**জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৯ ঘোষণা**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর):

 সরকার চলচ্চিত্র শিল্পে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নিম্নবর্ণিত বিশিষ্ট শিল্পী, কলা-কুশলী, প্রতিষ্ঠান ও চলচ্চিত্রকে ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৯’ প্রদানের ঘোষণা করেছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আজ এ ঘোষণা প্রদান করা হয়।

 ২০১৯ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্তগণ হলেন : আজীবন সম্মাননা (যুগ্ম) : বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা মাসুদ পারভেজ (সোহেল রানা) এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী: কোহিনুর আক্তার সুচন্দা; শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র (যুগ্ম): ন’ ডরাই (মাহবুব উর রহমান) ও ফাগুন হাওয়ায় (ফরিদুর রেজা সাগর); শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র: নারী জীবন: (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট): -শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র : যা ছিলো অন্ধকারে; (বাংলাদেশ টেলিভিশন), শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক : তানিম রহমান অংশু (ন’ ডরাই); শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে: তারিক আনাম খান (তারিকুল আনাম খান)-আবার বসন্ত; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে : সুনেরাহ বিনতে কামাল- ন’ ডরাই; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে : এম ফজলুর রহমান বাবু- ফাগুন হাওয়ায়; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে: নারগিস আক্তার (হোসনেয়ারা)- মায়া দ্য লস্ট মাদার; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী খল চরিত্রে : জাহিদ হাসান,- সাপলুডু; শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী (যুগ্ম) নাইমুর রহমান আপন-কালো মেঘের ভেলা ও আফরীন আক্তার- যদি একদিন; শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক : মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী ইমন- মায়া দ্য লস্ট মাদার; শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক : হাবিবুর রহমান- মনের মতো মানুষ পাইলাম না; শ্রেষ্ঠ গায়ক : মৃনাল কান্তি দাস (তুমি চাইয়া দেখো...)- শাটল ট্রেন; শ্রেষ্ঠ গায়িকা (যুগ্ম): মমতাজ বেগম (বাড়ির ওই পূর্বধারে .......)-মায়া দ্য লস্ট মাদার ও ফাতিমা-তুয-যাহরা ঐশী (মায়া, মায়া’ রে....)- মায়া দ্য লস্ট মাদার; শ্রেষ্ঠ গীতিকার ‍(যুগ্ম) : নির্মলেন্দু গুন (ইস্টিশনে জন্ম আমার.....)- কালো মেঘের ভেলা এবং ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী (কবি কামাল চৌধুরী) (চল হে বন্ধু চল....)-মায়া দ্য লস্ট মাদার; শ্রেষ্ঠ সুরকার (যুগ্ম): প্লাবন কোরেশী (আব্দুল কাদির) (বাড়ির ওই পূর্বধারে....) এবং সৈয়দ মোঃ তানভীর তারেক (আমার মায়ের আঁচল...) - মায়া দ্য লস্ট মাদার; শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার : মাসুদ পথিক (মাসুদ রানা)- মায়া দ্য লস্ট মাদার; শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার : মাহবুব উর রহমান- ন’ডরাই; শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা : জাকির হোসেন রাজু- মনের মতো মানুষ পাইলাম না; শ্রেষ্ঠ সম্পাদক: জুনায়েদ আহমদ হালিম- মায়া দ্য লস্ট মাদার; শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক (যুগ্ম): মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ বাসু ও মোঃ ফরিদ আহমেদ-মনের মতো মানুষ পাইলাম না; শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক : সুমন কুমার সরকার- ন’ডরাই; শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক : রিপন নাথ - ন’ডরাই; শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজ-সজ্জা : খোন্দকার সাজিয়া আফরিন- ফাগুন হাওয়ায় এবং শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান : মোঃ রাজু- মায়া দ্য লস্ট মাদার।

#

তথ্য মন্ত্রণালয়/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২০/১৬৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬২২

বাণিজ্যমন্ত্রী-ব্রিটিশ হাইকমিশনার বৈঠক

**ব্রেক্সিট পরবর্তী বাণিজ্য-বিনিয়োগ বাড়াতে জি টু জি বৈঠক জানুয়ারিতে**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বাংলাদেশে সাথে বৃটেনের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বৃটেন বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানি বাজার। উভয় দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। বৃটেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে আলাদা ব্রেক্সিট হওয়ার পর নতুন বাণিজ্য নীতিতে বাংলাদেশকে গুরুত্ব দেয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ব্রেক্সিট পরবর্তী বাণিজ্য ও বিনিয়োগে বৃটেনের আগ্রহে বাংলাদেশ উৎসাহবোধ করছে। নতুন উদ্যমে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সঠিক পথে পরিচালনার জন্য উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা জরুরি। আগামী জানুয়ারি মাসেই উভয় দেশের মধ্যে (জি টু জি) বাণিজ্য বৈঠকের আয়োজন করা হবে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকায় সরকারি বাসভবনে বৃটেনের হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন এর সাথে মতবিনিময়ের সময় এসব কথা বলেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বৃটেনের অনেক বিনিয়োগ বাংলাদেশে রয়েছে। আরো বিনিয়োগ ও বাণিজ্যকে বাংলাদেশ স্বাগত জানাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১০০টি স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। চীন, জাপান, কোরিয়া, ভারতসহ বেশ কিছু দেশ সেখানে বিনিয়োগে এগিয়ে এসেছে। ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীগণ এখানে বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। বাংলাদেশ সরকার বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধার ঘোষণা দিয়েছে। আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ-বৃটেন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করবে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ২০২৪ সালে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। এ সময় বৃটেন বাংলাদেশকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে চলমান সুযোগ-সুবিধাগুলো প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আশা করছি। বিভিন্ন দেশের সাথে পিটিএ এবং এফটিএ করে বাণিজ্য সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ প্রচেষ্টা শুরু করেছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বৃটেন সহযোগিতা করছে সেজন্য বাংলাদেশ কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বৃটেনে পড়া লেখা করেন। অনেকেই ইচ্ছা থাকার পরও আর্থিক কারনে সেখানে যেতে পারেন না। বৃটেন বাংলাদেশে একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুললে বাংলাদেশের আরো অনেক শিক্ষার্থী পড়ালেখা করার সুযোগ পাবে।

 বৃটেনের হাইকমিশনার বলেন, ব্রেক্সিট পরবর্তী বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বৃটেন বাংলাদেশকে গুরুত্ব দিচ্ছে। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৈঠক করে এ বিষয়ে বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব। বাংলাদেশ সরকারের সাথে বৃটিশ সরকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। বাংলাদেশের সাথে বৃটেনের চলমান বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত থাকবে এবং আগামীতে তা আরো বাড়ানোর প্রচেষ্টা থাকবে।

 #

বকসী/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/ফারহানা/শামীম/২০২০/১৬২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬২১

**আইসিটি বিভাগের এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২০-২১ অর্থ বছরের নভেম্বর মাসের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভা আজ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সভাপতি হিসেবে উক্ত সভায় অনলাইনে যুক্ত হন।

 সভায় আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সংস্থা প্রধান এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালক অনলাইনে  যুক্ত হন।

 সভায় আইসিটি বিভাগের চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিশেষ  করে এটুআই প্রোগ্রাম, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, আইটি পার্ক স্থাপন প্রকল্প, কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের তৃতীয় সংশোধনী প্রকল্প, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন-ইনফো সরকার -৩ প্রকল্প, মোবাইল গেইম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক রাজশাহী প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক সিলেট প্রকল্প, লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পসহ অন্যান্য সকল প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

 সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগন নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন।

 প্রতিমন্ত্রী প্রকল্পসমূহের আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তব অগ্রগতি অর্জন নিশ্চিত, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে শেষ করতে প্রকল্প পরিচালকগনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন।

 সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 চলতি অর্থবছরে আইসিটি বিভাগের অধীন মোট ২৭টি প্রকল্পের জন্য এডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে
এক হাজার ৪১৪ দশমিক ৭৯ কোটি টাকা।

 #

শহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২০/১৬০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬২০

**করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশের সাথে জাপানের** **কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর):

 করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশের সাথে জাপানের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোতেগি তোশিমিৎসু।

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনকে লেখা এক বার্তায় জাপান ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে মোতেগি তোশিমিৎসু সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

 ড. মোমেন করোনা আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর প্রতি জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গভীর সমবেদনা জানান এবং দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন ।

#

তৌহিদ/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫.৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৯

**বস্ত্র অধিদপ্তরের সেবা সপ্তাহ-২০২০**

**বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানকে ২৪-৭২ ঘন্টায় ‘পোষক কর্তৃপক্ষ’ সেবা প্রদান করবে বস্ত্র অধিদপ্তর**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 বস্ত্র অধিদপ্তর ‘পোষক কর্তৃপক্ষ’ হিসেবে ৬ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ সেবা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে সেবা সপ্তাহে বস্ত্রশিল্প, আমদানিকৃত মেশিনারিজ ছাড়করণের সুপারিশ, ইমর্পোট পারমিট (আইপি) জারির সুপারিশ, মালিকানা সংশোধন প্রভৃতি ‘পোষক কর্তৃপক্ষ’ সেবা ২৪-৭২ ঘন্টার মধ্যে প্রদান করা হবে। এজন্য বস্ত্রশিল্পের সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং উদ্যোক্তগণকে বস্ত্র অধিদপ্তরে সরকারি ছুটির দিন ব্যতিত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদনসহ সেবা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

 উল্লেখ্য,বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে তৈরি পোশাক ও বস্ত্রশিল্পখাতকে আরো শক্তিশালী, নিরাপদ ও প্রতিযোগিতাসক্ষম করে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। সরকারের এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের তৈরি পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের ‘পোষক কর্তৃপক্ষ’ হিসাবে বস্ত্র অধিদপ্তর তথা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ২০২১ সাল নাগাদ এখাতের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৫০ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ, বিজিবিএ ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট সংগঠন কে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নিবন্ধিত বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে কমপ্লায়েন্স পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিতকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

 #

সৈকত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : 4618

**কোভিড-১৯ অতিমারি ও এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে অবশ্যই শান্তির সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখতে হবে**

 **রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা**

নিউইয়র্ক, ৩ ডিসেম্বর:

 জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রতিবছরের ন্যায়ে এবারও বাংলাদেশ উত্থাপিত ‘শান্তির সংস্কৃতি’ রেজুলেশনটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে রেজুলেশনটি সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। এসময় প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কোভিড-১৯ অতিমারি সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ কাটিয়ে উঠতে ‘শান্তির সংস্কৃতি’-এর বার্তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জাতিসংঘ সদস্যরাষ্ট্রসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথমবারের সরকারের সময় ১৯৯৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে রেজুলেশনটি প্রথমবারের মতো গৃহীত হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশ ‘শান্তির সংস্কৃতি’ রেজুলেশনটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন এবং ‘শান্তির সংস্কৃতি’ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের ফোরামের আয়োজন করে আসছে। এবছর ১০ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়ালভাবে ‘শান্তির সংস্কৃতি: কোভিড-১৯ এর সময়ে পৃথিবীকে আবার ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা’ শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের ফোরামটি অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-১৯ সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রেও যে শান্তির সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে উচ্চ পর্যায়ের ঐ ফোরাম তারই স্বীকৃতি।

 সর্বসম্মতিক্রমে রেজুলেশনটি গ্রহণ শান্তির সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গভীর বিশ্বাস ও আস্থার বহিঃপ্রকাশ। রেজুলেশনটিকে উদারভাবে সমর্থন করার জন্য রাষ্ট্রদূত ফাতিমা সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন রেজুলেশনটির সার্বজনীনতার কারণেই আজ জাতিসংঘের প্রধান কার্যাবলীতে ‘শান্তির সংস্কৃতি’ একটি প্রভাব সৃষ্টিকারী ধারণায় পরিণত হতে পেরেছে। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা আরো বলেন, ‘দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে এটি একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত যা বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে জাতিসংঘ সনদের দায়বদ্ধতার পরিপূরক হিসেবেও ভূমিকা রেখে চলেছে’।

 শান্তির সংস্কৃতিকে বাংলাদেশের জনকেন্দ্রিক জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। শিক্ষা, টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার সুরক্ষা, পুরুষ ও নারীর সমতা, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, সহনশীলতা ও সংহতি বজায় রাখা, তথ্য ও জ্ঞানের অবাধ প্রবাহ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা -এই আটটি ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক নীতি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে ‘শান্তির সংস্কৃতি’ ধারণাটি পুরোপুরি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রতিশ্রতিবদ্ধ বলে জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

 শান্তির সংস্কৃতি উন্নয়নে অপরিহার্য বিষয়সমূহ যেমন শান্তি, সহিষ্ণুতা, উদারতা, অন্তর্ভুক্তি ও পারষ্পরিক সম্মান ইত্যাদি যাতে তরুণ সমাজ ধারণ করতে পারে সেজন্য শান্তির শিক্ষা ও বৈশ্বিক নাগরিক হওয়ার শিক্ষার মাধ্যমে শান্তির সংস্কৃতি ও অহিংসার ধারণাটি এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ গৃহীত আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি, সহিংস উগ্রবাদ দমন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাসহ বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচির উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি।

 এবছর ১১০টি জাতিসংঘ সদস্যরাষ্ট্র বাংলাদেশের এই রেজুলেশনটিকে কো-স্পন্সর করে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিগণ এটি গ্রহণের সময় বক্তব্য প্রদান করেন।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২০/১৩২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৭

**বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতন-ভাতা’র সরকারি অংশের চেক হস্তান্তর**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীগণের নভেম্বর মাসের বেতন-ভাতা’র সরকারি অংশের ৮ টি চেক অনুদান বণ্টনকারী অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয়ে এবং জনতা ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর স্থানীয় কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

 আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখা থেকে নভেম্বর মাসের বেতন-ভাতা’র সরকারি অংশ উত্তোলন করা যাবে।

#

রুহুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২০/১১.৩১ ঘণ্টা